দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 12 JUN 2003
পৃষ্ঠা ... ১০ ... ১

চারটি বিআইটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, আমাদের জনসম্পদকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সুদক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে কারিগরি শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার দেশের ৪টি বিআইটিকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শীঘ্রই এ ৪টি বিআইটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে কাজ শুরু করবে। গত শনিবার চট্টগ্রাম বিআইটির দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ আশাব্যঞ্জক সিদ্ধান্তের কথা জানান। এই সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, আজকের যুগে প্রযুক্তি তথা কারিগরি শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। আর আশাব্যঞ্জক এজন্য যে, জনসংখ্যায় সমৃদ্ধ এদেশে সুদক্ষ জনশক্তির যে অভাব রয়েছে, এই সিদ্ধান্তের ফলে তা বহুলাংশে দূর হতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, আমরা শুধু একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জের কথাই ভাবি না, আমরা চাহিদার কথাও ভাবি। তাই উচ্চমানের কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীর লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ বিশ্ববিদ্যালয় (রূপান্তরিত ৪টি বিআইটি)গুলোকে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে দেখতে চাই। প্রকৃতপক্ষে, প্রধানমন্ত্রী গোটা জাতির এই সময়ের আকাঙ্ক্ষাকেই ভাষা দিয়েছেন। উচ্চমানের কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি জাতির বৃহত্তর স্বার্থে অপরিহার্য। আর এ কারণেই আজ জাতির আকাঙ্ক্ষা উচ্চমানের প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার। দেশের ৪টি বিআইটি পূর্ণাঙ্গ প্রযুক্তি ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ায় এক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটবে, এটা আশা করা যায়।

উন্নত বিশ্ব অনেক আগেই প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থায় পৌঁছে গেছে। এর ফলে শিল্প উৎপাদন থেকে শুরু করে প্রাত্যহিক জীবনযাপন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি প্রযুক্ত হচ্ছে এবং প্রতিদিন প্রযুক্তি কলার উন্নয়ন ঘটছে। শুধু উন্নত বিশ্ব নয়, এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার উন্নয়নগামী দেশগুলোও আধুনিক প্রযুক্তি করায়ত্ত করে প্রযুক্তির দৌড়ে সামিল হচ্ছে। উন্নত বিশ্ব থেকে প্রযুক্তি হস্তান্তর উন্নয়নগামী দেশের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। প্রযুক্তি হস্তান্তরের সংকট শুধু এই নয় যে, উন্নত বিশ্ব তাদের রফতানী বাণিজ্য তথা উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থার স্বার্থে প্রযুক্তি হস্তান্তরকে নানা ছলে ঠেকিয়ে রাখছে; বরং উচ্চমানের প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ লোকের অভাবে উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণেও উন্নয়নগামী দেশগুলোকে সমস্যায় পড়তে হয়। বাংলাদেশও এই সমস্যার উর্ধ্বে নয়। দ্বিতীয়ত; গত দুই-আড়াই দশক ধরে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি বড় খাত জনশক্তি রফতানী। তবে সত্যিকার জনশক্তি বলতে যা বোঝায়, সেই উচ্চমানের কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ বাংলাদেশের নেই। ফলে, বাংলাদেশকে অদক্ষ ও আধা দক্ষ শ্রমিক রফতানীতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হচ্ছে। উচ্চ কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি রফতানী করা গেলে এই খাতে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার অর্জন বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে পারতো। সর্বোপরি উচ্চমানের কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য অতি অপরিহার্য যে কারিগরি শিক্ষা, তার সুযোগ নিতান্ত সীমিত হওয়ার দরুন, দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা প্রতি বছর হু হু করে বেড়ে চলেছে। কারিগরি শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হলে এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির অবসান ঘটবে এবং দেশে উন্নয়ন ও আর্থিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটবে।

চারটি বিআইটির পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপান্তরের সিদ্ধান্ত ঘোষণাকালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, উচ্চমানের কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীর লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে দেখতে চাই। প্রকৃতপক্ষে এটাও এ মুহূর্তে জাতীয় আকাঙ্ক্ষা। কেননা, বাংলাদেশের শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার উপযোগী নয়। প্রধানমন্ত্রীও এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, বলতে দ্বিধা নেই, আমাদের শিক্ষার মান নিয়ে বাইরের দুনিয়ায় ইমেজ সংকট রয়েছে। শিক্ষায় মান বাড়াতে হলে আমাদের সবাইকে উদ্যোগী হতে হবে। উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে পাঠক্রমের সমন্বয় করতে হবে। এই চারটি বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, এটা সবারই কাম্য। সেই সাথে আরো বলতে চাই, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষায়তনগুলোকেও এই বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিভিন্ন জেলায় মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন। এছাড়া তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার ওপর উচ্চ গুরুত্ব প্রদানের কথাও তিনি বলেছেন। এ সবই বর্তমান সরকারের আশাব্যঞ্জক উদ্যোগ। তবে এই উদ্যোগগুলো যাতে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে কার্যকর প্রভাব রাখতে পারে, সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে। যোগ্যতা ও দক্ষতার অভাব যেন সরকারের এই সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগগুলোকে ন্যূনতমও বিঘ্নিত করতে না পারে, তার নিশ্চয়তাও বিধান করতে হবে।